সবুজ ঘাস - নীল আকাশ

আশা হোসেন

সহযোগিতায় : সারা হোসেন

সিটি-টু-সার্ফ - ২০০৫ নিয়ে আমরা আনন্দে মেতে ছিলাম বেশ কিছুদিন। সেই মজার ঘটনা বলার জন্য আমি আর আমার ছোটবোন সারা মিলে একটা লেখার চেষ্টা করছি। আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করছে আমাদের মা-বাবা। সিটি-টু-সার্ফ হচ্ছে একটা আয়োজন, আর এ আয়োজনের কথা লিখতে আমাকে সহায়তা করেছে আমাদের মা-বাবা আর নওশাদ চাচ্চু । আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, মানে গত বছর (২০০৪) আমরা দু'বোন ২ আর ৩ বছরের ছিলাম তখন নওশাদ চাচু বাবা মা'কে ই-মেইল করেছিল সিটি-টু- সার্ফ-২০০৪ এ অংশ নেবার জন্যে। আর আমাদের মা-বাবা আমাদেও বললো তোমরা কি সিটি-টু-সার্ফ এ যেতে চাও। আমারা তো দু'বোন সাথে সাথেই বললাম যেতে চাই। আমরা তো তখনো বুঝিনি যে এটা কি জিনিস। বাবা বললেন ১৪কিলোমিটার হাঁটতে হবে অথবা দৌড়াতে হবে। ততদিনে আমরা বুঝেছি ১৪ হচ্ছে একটা সংখ্যা, কিন্তু কিলোমিটার? আমরাতো তখনো বুঝতে পারছিনা সেটা আবার কি। বাবা কাগজে একটা লাইন টেনে এঁকে দেখালেন এটা হচ্ছে দুরত্ব । বুঝলাম আমরা দু'বোন তো সব সময় মিলে মিশে খেলা করি আবার দৌড়াই। তাহলেতো আমরা পারবো। মা বললেন "আশা তুমি তো সাঁতার কাটতে ভালবাসো, জানো আমরা দৌড় শেষে কোথায় যাবো? বন্ডাই বীচ্-এ"। সুইমিং পুল অথবা বীচ্ আমার খুব ভাল লাগে আর তাই মায়ের কথা শুনে আমি আরো আনন্দিত হলাম।

শুরু হলো আমাদের অনুশীলন। আমাদের হ্যামন্ডভীলের বাসার পেছনের বাগানে দৌড়ঁনো যায়। সারা, আমি আর আমার দুই মামাতো ভাই নাজিব আর আরমান মিলে আমরা মাঝে মাঝে দৌড়াঁতাম। আমার ছোট মামা একটা দোলনা কিনে

দিয়েছিল সেটায় আমরা অনেকবার দুলেছি। প্রথমে আমার খুব ভয় হতে দোলনায় দুলতে, পরে ভয়টা কেটে গেল বাবা-মা'র সহযোগীতায়। আমাদের হ্যামন্ডভীলের বাসার সামনেই মীহান এভিনিউ। এই সড়কটা আরম্ভ হয়ে আবার গোল হয়ে ঘুরে আসে আমাদের বাসার সামনে। মা-বাবা'র কাছে শুনেছি আমি যখন মায়ের পেটে ছিলাম তখন প্রতিদিন ২ থেকে ৩ বার এই মীহান এভিনিউ দিয়ে ঘুরে আসতাম। তাই বাবা আমার আর সারা'র জন্মের পর প্রায়ই আমাদেও নিয়ে এই মীহান এভিনিউ দিয়ে বেড়িয়ে আসতেন। এই এভিনিউতে কয়েকটা কুকুর ভীষন ভয় পাইয়ে দিত মাঝে মাঝে আমাদের। বিশেষ করে আমাদের পাশের বাসার বিল আঙ্কেলের কুকুর 'জেসি' আর তার পাশের বাসার এলেন আঙ্কেলের কুকুর 'ববি'। জেসি খুব ছোট, আর ববি অনেক বড়। তাই বাবা অথবা মার হাত ধরে আমরা হাঁটতাম। আমাদের নানা-নানী প্রায়ই আসতেন আমাদের যত্ন নেবার জন্য। নানা-নানীর হাত ধরে আমরা বেড়াতাম, দৌড়াতাম, খেলতাম আর দোলনায় দুলতাম। এভাবেই আমরা বড় হতে থাকলাম।

আমার বাবার বন্ধু আনিস চাচ্চু অনেক আগে থেকেই সিটি-টু-সার্ফ-এ দৌঁড়াতো নিউক্যাসেল থেকে সিডনীতে এসে। বাবার কাছে জেনেছি ২৮শে জুন ২০০৪ সালে নওশাদ চাচ্চু বাবা-মা'কে ই-মেইল করেছিল সবকিছু জানিয়ে, ১৯৯৫ সালে যখন নওশাদ চাচ্চুর বিয়ে হয়, তখন থেকে প্রতি বছরেই বন্ধুদের নিয়ে তিনি সিটি-টু-সার্ফ-এ দৌড়িয়েছেন। আর সবার চেয়ে সেরা আর বড় 'সাবের নানা ভাই'ও দৌড়াতো ১৯৯৯ সাল থেকে। সবার অনুপ্রেরণায় আর বিশেষ করে নওশাদ চাচ্চুর সাঁড়ায় আমরা আবারো হাটঁতে আরম্ভ করলাম। স্ট্রলার নিয়ে হাঁটতে গিয়ে মাঝে মাঝে স্ট্রলারে আমার ছোট বোন সারাকে বসিয়ে নিজে স্ট্রলার ঠেলেছি আর হেঁটেছি। হাঁটতে হাঁটতে অনেকদিন পায়ে ব্যাথা করতো, আর বাবা-মা'র কোলে বাসায় ফিরে আসতাম।

(আগামী সংখ্যায় আবারো লিখবো।)

(অনুলিখন: আনোয়ার আকাশ ও শারমিন সফিউদ্দিন)